তারিখ ... MAR 15 1999
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৭

দৈনিক ইনকিলাব

এই সরকারের প্রতি ছাত্র সমাজের কোন আস্থা নেই ঃ ভিপি হাসিব

ইউকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের বিপুল বিজয় জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে

মুশফিকুর রহমান নিপুন ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইউকসু নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ভিপিসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়েছে। জাতীয় রাজনীতির সংকটজনক মুহূর্তে দেশের প্রকৌশল শিক্ষার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এই বিজয় পর্যবেক্ষক মহলের দৃষ্টি কেড়েছে। তবে সেনাছাত্রদের ভোটদানে বাধা দেয়ায় সকলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

ইউকসু'র ৭টি পদের মধ্যে এবার ছাত্র লীগ জিএসসহ ২টিতে জয়ী হয়েছে। ২৭ বছর পর প্রথমবারের মত ইউকসু'র মূল আসনগুলোর একটিতে ছাত্র লীগের বিজয়ও বিশ্লেষকরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। বিগত ইউকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ২৪ মার্চ। দু'বছর আগে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হয়। '৯৬-এর জুনে দেশে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার মাত্র ৮ মাস পার না হতে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বুয়েটে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে বিজয় অর্জন করে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের কাছে এটা অভাবনীয় এবং নয়া সরকারের প্রতি সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রদের এক চরম

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ইউকসু নির্বাচন

শেষের পাতার পর

আঘাত বলে মনে হয়েছিল। দু'বছর পর জাতীয় রাজনীতির ক্রান্তিলগ্নে এসে সেই বুয়েটে ছাত্রদল ফের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। ছাত্রদলের এই বিজয় জাতীয় রাজনীতিতে দারুণ প্রভাব ফেলবে বলে নবনির্বাচিত ভিপি হাসিব সাঈদ আহমদ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন। ভিপি হাসিব বলেন, এই বিজয় প্রমাণ করেছে বর্তমান সরকারের প্রতি ছাত্র সমাজের কোন আস্থা নেই। তিনি দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জয়ী করে বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের প্রতি ছাত্র সমাজের অনাস্থা ও ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ছাত্রদের কাছে উদাত্ত আহবান জানান।

এদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও ছাত্রদল প্রশাসনের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার দিক দিয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। আজ পর্যন্ত কোন নির্বাচনে কারচুপি ও পক্ষাপাতিত্বের অভিযোগ ওঠেনি। ছাত্রদল-ছাত্র লীগসহ অপরাপর সংগঠনগুলো এবারের নির্বাচনেরও ভূয়সী প্রশংসা করে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। তবে ছাত্রদল অভিযোগ করেছে যে, নির্বাচনকে বাধামুক্ত করতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। অনাবাসিক ছাত্রদের ভোটকেন্দ্রে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলো কয়েক ঘন্টা দেরীতে প্রেরণ করার তীব্র সমালোচনা করেছে ছাত্রদল। তারা দাবী করেছে এতে আশি শতাংশ অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী ভোট কেন্দ্রে আসতে পারেনি। অন্যদিকে ৩টি হলে পোলিং এজেন্টদের আপত্তি সত্ত্বেও ভোট পুনঃগণনা না করে লটারি করায় ছাত্রদল ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তবে সার্বিকভাবে সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচনের আগে ও পরে কোথাও কোন মৃদু উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়নি। সর্বত্র শান্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচন হয়ে গেল। এটা সারা দেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত বলে পর্যবেক্ষক মহল মত প্রকাশ করেছেন।

এদিকে বুয়েটের নির্বাচনকে ঘিরে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি কূট-কৌশল সবাইকে স্তম্ভিত করেছে। বুয়েটে শিক্ষারত সেনাবাহিনীর অফিসারদের এ বছর ভোট প্রদানে বাধাদান করা হয়েছে। নির্বাচনের ঠিক আগের দিন গভীর রাতে সেনাছাত্রদের কাছে সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায় থেকে লিখিতভাবে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। তাতে লিখা ছিল, সেনা অফিসার ছাত্রদের ১০ মার্চ বুয়েটে না যাবার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হল। প্রথম থেকেই সেনাছাত্ররা প্রতিটি ইউকসু নির্বাচনে ভোট দিয়ে আসছিলেন। এ বছরও গত ১ মার্চ প্রায় দেড় শতাধিক সেনাছাত্রকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনের আগের দিন এসোসিয়েশন অব কম্পিউটার এন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল স্টুডেন্টস (রেজি নং ঢ-০৩৯৪৪) পরিচালিত এক জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনীতে এই নির্দেশ পাঠানো হয় যেন তারা ভোট দিতে না পারে। উল্লেখ্য, উক্ত জরিপে ছাত্র দলের পূর্ণ প্যানেলে জয়ের আভাস দেয়া হয়েছিল। ছাত্রদল বুয়েট শাখা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। বুয়েট ছাত্রদলের আহবায়ক গোলাম মোস্তফা বলেছেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ছাত্রলীগের ভরাডুবির আভাস পেয়ে সরকার সেনাছাত্রদের ভোট প্রদানে বাধাদান করেছে। তারা ছাত্রদলের বিজয়কে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। মুখে ভোটের অধিকারের কথা বলে সরকার জনগণের ভোট প্রদানের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। তিনি বলেন, সেনা ছাত্ররা প্রতিবছর বুয়েটের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আসছিল। এ বছর সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হঠাৎ করে সেনাছাত্রদের নির্বাচনের দিন বুয়েটে না যাবার নির্দেশ প্রদান করে সরকার তার স্বৈরাচারী মুখোশ উন্মোচিত করেছে। ছাত্রদল বুয়েট শাখা গত বৃহস্পতিবার ভিসি প্রফেসর ডঃ নূরুদ্দীন আহমদের কাছে এ ব্যাপারে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। স্মারকলিপিতে তারা ভোটগ্রহণ অবাধ ও সর্ববাধামুক্ত করতে প্রশাসনের ব্যর্থতার নিন্দা জানিয়েছে।

এবার হল সংসদ নির্বাচনেও ছাত্রদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ৭টি হলের মোট ৭২টি আসনের মধ্যে ৫০টিতে ছাত্রদল, ২১টিতে ছাত্রলীগ ও একটি ১টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করেছে। তবে বেশীরভাগ হলেই ছাত্রদল ভিপি পদ হারিয়েছে। হলগুলোতে গত নির্বাচনে ছাত্রলীগের ভরাডুবির পর তারা প্রথম থেকেই কোমর বেঁধে মাঠে নামে। প্রার্থীদের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ এবং ব্যাপক প্রচার প্রচারণা তাদের গত নির্বাচনের অভিশাপ কাটিয়ে উঠতে অনেকটা সাহায্য করে। ছাত্রদল জয়ের ব্যাপারে বেশী আশাবাদী হয়ে প্রচার-প্রচারণায় গা এলিয়ে দেয়। হলগুলোতে ছাত্রদলের আশানুরূপ ভালো না করার পেছনে এটি কাজ করেছে বলে অনেকের ধারণা।

এদিকে ২৭ বছর পর এবার ইউকসুর মূল পদগুলোর একটিতে ছাত্রলীগের বিজয় অভিজ্ঞ মহলের কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে কোন ইউকসু নির্বাচনেই ছাত্রলীগ ভিপি, জিএস এবং এজিএস এর মত প্রধান পদগুলোতে জয়লাভ করতে পারেনি। ছাত্রদল আশির দশকে জন্মলাভের পর সর্বপ্রথম বুয়েটে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়। সে সময় ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু'একটি আসনে জয়ী হত। বর্তমানে ছাত্র ইউনিয়ন পূর্ণ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অনেক দিন থেকে তারা কোন পদ পায়নি।